দৈনিক
ইত্তেফাক

03 MAR 2017

সকল ভর্তি পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত করা হোক

মোহাম্মদ হাসান জাফরী

আর ক'দিন পরেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। ভর্তি কোচিং থেকে শুরু করে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকের চোখে ঘুম নেই। টাকা পয়সা খরচের বিষয়টি মুখ্য হলেও সকাল দুপুর বিকাল ও রাতে একনাগাড়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে। এসব নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, তবুও যে লাউ সেই কদু।

শিশু-শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই আজ ভর্তি জটিলতায় অভিভাবকরা দিশেহারা। একটু রেহাই দিন সকলকে, ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সর্বত্রই চাই ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা। আমাদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মহোদয় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন, সকলের কথা বিবেচনায় নিয়ে আগামীতে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব করতে। বিভিন্ন মহলে এ আহ্বান প্রশংসিত হয়েছে দারুণভাবে। সকলে এ আহ্বানের পূর্ণ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। সময় এসেছে আজ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সুফল উপভোগ করার। তাছাড়া বাবা-মায়ের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অফিস-আদালত ফেলে কতদিন বাবা-মা কতবার ছুটি নিয়ে সন্তানদের নিয়ে দৌড়াবেন দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে? অবসান হোক এ যন্ত্রণার, হাফ ছেড়ে বাঁচুক আমাদের ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকরা।

এখন সচেতন মানুষের ঘরে আছে দুই-একটি সন্তান। সবাই চায় তার সন্তান উচ্চশিক্ষিত হোক। তাছাড়া সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে সুযোগ পাওয়া একদিকে যেমন বাবা-মায়ের আয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তেমনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটের মূল্যায়ন বেসরকারি থেকে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ক'জন বাবা-মায়ের সাধ্যে কুলায় সন্তানদের ইচ্ছেমতো প্রাইভেট মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ভালো পছন্দনীয় বিষয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার? তাই সবার কথা ভেবে যোগ্যদের উপযুক্ত স্থানে যাওয়ার সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ অনেক পরিবর্তন আসছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এ যাত্রা অব্যাহত রাখা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব। তাই একই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সকলের সুবিধার্থে তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে একজন পরীক্ষার্থী তার নিজের এলাকায় বসে কয়েকটি পরীক্ষা দিলেই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও পছন্দের উপর ভিত্তি করে তার ভর্তি সম্পন্ন হতে পারে। আজকাল বিকল্প একটি বিষয়ও চিন্তা করে দেখা যেতে পারে, বর্তমানে স্ব স্ব এলাকায় প্রতিটি প্রার্থী চারটি বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেয়। এগুলো যথাক্রমে পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যার ফলাফল সংশ্লিষ্ট বোর্ডে সংরক্ষিত থাকে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এ চারটি পরীক্ষার সম্মিলিত প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পছন্দ অনুযায়ী ভর্তির তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। যেখানে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন পছন্দের উপর ভিত্তি করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। আর সকল পরীক্ষার গুরুত্ব বুঝে ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক এক্ষেত্রে জীবনের শুরু থেকে পড়াশুনায় মনোযোগী হবে। তবে সেক্ষেত্রে এসব পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসসহ অন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ ধরনের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হবে এটা যেমন সত্য তেমনি অভিভাবকদের আগামী দিনগুলো সন্তান লালন-পালনে জীবনের শুরু থেকে লক্ষ্য নির্ধারণে মনোযোগী করবে। এটা সকলের জন্য ভর্তি ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সকল বোর্ডের সকল পরীক্ষার মান, প্রশ্নপত্রের ধরন, খাতা দেখা শিক্ষকদের যোগ্যতা, মোটকথা যাবতীয় বিষয়াদির নিরপেক্ষতা বজায় রাখা খুবই জরুরি। আমাদের সন্তানরা বিশ্বে যেখানেই পড়ালেখা করতে গেছে তারা অনেক ভালো ফলাফল করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের এ গৌরব ধরে রাখতে বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান যাতে বিশ্বে তুলনামূলক বিচারে বিশেষ স্থান পায়—তা নিশ্চিত করতে হবে।

এখনই সময় ভর্তি পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়—তা দেশের বুদ্ধিজীবীদের মিলনমেলায় চূড়ান্ত করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণই আমাদের পৌঁছে দিতে পারে এ বিশাল সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করতে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় জাতি চেয়ে আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পানে। অবশ্যই এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে এ বিশ্বাস সকলের।

● লেখক : শিক্ষার্থী, চতুর্থ বর্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ